৫৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

গোটা এলাকাবাসী শস্ত্র ক্যাডারদের হাতে জিম্মি

চরমপন্থীদের ভয়াবহ আখড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলার সীমান্ত সংলগ্ন শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর নামক স্থানে অবস্থিত দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দৃশ্যত এই এলাকার বিভিন্ন গোপন ও নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থী সংগঠনের সদস্যদের হাতে জিম্মি। এইসব ক্যাডার অবৈধ অস্ত্রের জোরে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে তৎপর থাকে। নানা কৌশলে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পৃক্ত হইয়াছে। দিন যতই যাইতেছে তাহাদের উৎপাত-আবদার-অত্যাচার, ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৯৯২ সালের ১লা নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টি তাহার মূল ক্যাম্পাসে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে তাহারা তৎপর হয়। তবে সেসময় কোন আভ্যন্তরীণ সমর্থন অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষকদের নিকট হইতে তেমন কোন সমর্থন না পাওয়ায় তাহাদের কর্মকাণ্ড চোখে পড়িত না। শুধুমাত্র রাতের বেলায় যাতায়াতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে ব্যবহার করিত। সামনে কেহ পড়িয়া গেলে তাহাকে হুমকি ও প্রাণহানির ভয় দেখাইত। কিন্তু গতবছর দেড়েকের মধ্যে ইহারা একটি সুবিধাজনক অবস্থানে পৌছাইয়াছে। ভয়-ভীতি দেখাইয়া ঠিকাদারদের নিকট হইতে জোরপূর্বক মোটা অংকের চাঁদা আদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর, কর্মচারী পদে নিজ দলীয় সদস্য অথবা সমর্থিত লোকদের চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অর্থ আদায়, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র, গুলী প্রভৃতি বিক্রয় ও ভাড়া দেওয়া তাহাদের প্রধান কাজ। বর্তমানে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিয়োগ বোর্ডে অংশ লইতে দূর-দূরান্ত হইতে আগত প্রার্থীদেরকে হুমকি দিয়া বিতাড়ন করিতেছে। কর্তৃপক্ষ এ সকল আবেদনকারীর নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট নয়। প্রাণ ভয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে নীরব থাকিতেছে। (৯ম পৃঃ দ্রঃ)

চরমপন্থীদের ভয়াবহ আখড়া

(৩য় পৃঃ পর)

সাম্প্রতিককালে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সংঘটিত ছাত্র সংঘর্ষেও নিজেদের জড়িত করিতেছে। বিবদমান দলগুলির হইয়া মারামারি করিয়া দিয়া তাহারা ৫০ হাজার হইতে দুই লক্ষাধিক টাকা লইতেছে বলিয়া জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সহিংস ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্র সংগঠনসমূহের নিকট অবৈধ অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা ও গুলী বিক্রয় করিয়া তাহারা প্রচুর অর্থ আয় করিতেছে।

এই এলাকার ত্রাস বলিয়া পরিচিত কতিপয় গোপন ও নিষিদ্ধ পার্টির সদস্য দিনের বেলায় ভাল পোশাক-আশাক পরিয়া ক্যাম্পাসে আসে। বিভিন্ন অফিসে ঘুরিয়া সকল কিছু অবহিত হয়। স্বাভাবিকতা বজায় রাখিতে বিভিন্ন কাজে প্রদত্ত টেণ্ডারেও তাহারা অংশ নেয়। কাজ না পাইলে বাছিয়া নেয় ভিন্ন পথ। যাহারা কাজ পায় টাকার অংক বুঝিয়া তাহাদের নিকট সময় বাধিয়া দিয়া চাঁদা দাবী করে। নির্দিষ্ট সময়ে চাঁদা দিতে ব্যর্থ হইলে কাজ শুরু করিতে বাধা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কিছু স্থানীয় ছাত্র, হাতে গোণা দুই-তিনজন শিক্ষক ও কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহাদের এই কাজে কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা দিতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি এমনই একজন ছাত্র সুবিধা আদায়ে ব্যর্থ হইয়া বিভাগীয় শিক্ষককে গুলী করিয়া হত্যার হুমকি দিয়াছিল। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তীতে তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

কিছু ছাত্র এই প্রতিনিধিকে জানান, প্রায়শঃই কতিপয় শিক্ষক-কর্মকর্তার চেম্বারে অত্র এলাকার ত্রাস বলিয়া পরিচিত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়া আলাপ করিতে দেখা যায়। আশে-পাশে বাড়ী হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্কিত চরমপন্থীরা অতি সহজেই পার পাইয়া যাইতেছে।

এইসব দুষ্কৃতকারীদের ভয়ংকর চলাফেরা ও নানাবিধ অপতৎপরতার কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জীবনযাত্রা বাঁধাগ্রস্থ হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেট এলাকা দৃশ্যতঃ তাহাদের দখলে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর এখানে ছাত্রদের চলাচল এখন বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।

গত বছরের ১০ অক্টোবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়ায় দুইটি বৈঠকে অত্র এলাকার নিষিদ্ধ পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দেন। পরে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। কিন্তু চরমপন্থীরা গোপন স্থানে সরিয়া পড়ার মত প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পাইয়া যাওয়ায় সেই অভিযান কার্যতঃ ব্যর্থ হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিইয়া আনা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে অত্র এলাকার চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে সময়োপযোগী, বিচক্ষণ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।